5. কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজেকে পরে কেন স্বদেশী মনে করতে লাগে ?

সংক্ষেপে লেখো

6. মুসলমানদের ভ্রান্ত মানসিকতার পরিবর্তন কবে আরম্ভ হয় ?
7. মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের জীবনের সূত্রপাত কি ভাবে হয় ?
8. নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য পরিত্যাগ করার বিপদ সম্বন্ধে লেখো ।
9. বাঙালি মুসলমান হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়, কেন ?
10. ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী মুসলমানদের জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

11. বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বলতে লেখক এখানে কি বলতে চেয়েছেন, তুমি বুঝিয়ে লেখো ।
12. অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও বাঙালি মুসলমানের অবস্থায় যে মিল লেখক দেখতে পেয়েছেন তা বুঝিয়ে লেখো ।
13. বিদেশের সঙ্গে আত্মীয়তা আর স্বদেশের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের ফলে জাতির জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম আসতে পারে, তা নিজের ভাষায় লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য রচনা করো

হিন্দু, মুসলমান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মধ্যবিত্ত, শোচনীয় ।

2. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

সামন্ততন্ত্র	—	ধর্মাবলম্বী	—
শ্রেণিস্বার্থ	—	উৎকট	—
উন্মেষ	—	ইচ্ছাকৃত	—
অপ্রত্যাশিত	—	উদ্বিগ্ন	—

3. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

স্বদেশ, প্রাকৃতিক, নতুন, শোচনীয়, স্বাভাবিক,

রাজবৈদ্য জীবক

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

বৌদ্ধযুগের স্বনামধন্য চিকিৎসক জীবক ইতিহাসের এক স্মরণীয় পুরুষ। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে জীবকের লেখা 'কাশ্যপ সংহিতা' গ্রন্থখানি একাই বহুখ্যাত রচনা, আজও গ্রন্থখানির সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে।

খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় দুশো বছর আগের কথা। বিম্বিসার তখন মগধের সম্রাট। দক্ষিণ বিহারে পাটনা ও গয়া জেলাকে প্রাচীনকালে মগধ বলা হত। বিম্বিসার ছিলেন এই মগধ রাজ্যের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা। জীবক ছিলেন রাজবৈদ্য-প্রধান; অর্থাৎ সম্রাটের খাস ডাক্তার।

পালি গ্রন্থে জীবকের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। তাই থেকে জানা যায়, জীবকের জন্ম বিহারের রাজগীর শহরে। তাঁর পিতার নাম অভয়, মায়ের নাম শালবতী, অভয় ছিলেন সম্রাট বিম্বিসারের পুত্র। কিন্তু শালবতী তাঁর প্রকৃত ধর্মপত্নী ছিলেন না বলে পিতার মৃত্যুর পর জীবকের পিতৃরাজ্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

ছেলেবেলা থেকেই জীবকের বুদ্ধি ছিল প্রখর। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পাঠশালায় তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করতে তাঁর বেশি দিন সময় লাগেনি। কিন্তু এই সামান্য শিক্ষার তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, জীবনে স্বাবলম্বী হতে হলে আরও শিক্ষার প্রয়োজন। রাজ্য লাভের আশা যখন নেই, তখন যে কোন উপায়েই হোক তাঁকে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং সেই সঙ্গে জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

অনেক চিন্তার পর জীবক একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তক্ষশিলার পথ ধরে হেঁটে চললেন। তক্ষশিলা ছিল সে যুগে ধর্ম ও শিক্ষার পীঠ-ভূমি। সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন ভারত বিখ্যাত শল্যবিদ আত্রেয় চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। আত্রেয়

ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিখ্যাত পন্ডিত । আয়ুর্বেদ বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি বই আছে । তার মধ্যে 'আত্রেয় সংহিতা' বইখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।... এই মহা পন্ডিতের খ্যাতি ছিল দূরবিস্তৃত । দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ পড়বার জন্য ভিড় করত । তবে সেই সকল শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই ছিল ধনীর সন্তান । সুতারাং শিক্ষার জন্য আচার্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা না পেলে আত্রেয় কোন ছাত্রের শিক্ষাভার গ্রহণ করতেন না । সে কথা তখন সকলেই জানত । জীবকও জানতেন । তবু তিনি নিরাশ হলেন না । তক্ষশিলার পথ ধরে এগিয়ে চললেন । মনে তাঁর অনেক চিন্তা, অনেক সংশয় । শিক্ষালাভের জন্য আচার্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই । নিঃসহায় কপর্দকশূন্য এক তরুণ ছাত্র তিনি; পরের ওপর একান্ত নির্ভরশীল । এই তাঁর একমাত্র পরিচয় । এই অবস্থায় আত্রেয় কি তাঁকে শিক্ষালাভের সুযোগ দেবেন ? জীবকের মনে তখন অনেক সংশয় ভিড় করে আসে, আশাহত মন চকিত থমকে দাঁড়ায় । পথ চলার গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আসে । কিন্তু পরক্ষণেই আবার সংশয় কেটে যায় । আবার ক্ষীণ আশার আলো মনে উঁকিঝুঁকি দেয় । সম্ভাবনার একটা ইঙ্গিত ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে দেহমনে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । হারানো উদ্যম যেন ফিরে পেলেন জীবক । নিজের মনে তখন বলে উঠলেন,--গুরুকে দক্ষিণা দেবার ক্ষমতা আমার না থাকলেও তাঁর কাছে নিজেকে দক্ষিণা স্বরূপ উৎসর্গ করার মনোবল আমার আছে । পন্ডিতপ্রবর আত্রেয় নিশ্চয় এই আত্ম-নিবেদন প্রীত হবেন । যাই হোক,--আশা-নিরাশায় বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে জীবক পুনরায় তাঁর গন্তব্য পথে রওনা হলেন ।

অতঃপর এক সকালে জীবক তক্ষশিলায় এসে পৌঁছলেন । আর কিছুটা পথ অতিক্রম করতে পারলেই, তক্ষশিলা বিদ্যালয় । দ্রুত পদে হেঁটে চললেন জীবক, বেশি দেরি হলে হয়ত আচার্যের সাথে দেখা হবে না, একটা দিন বৃথা নষ্ট হবে ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন জীবক । বিদ্যালয়ে তখন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পুরো দমে চলেছে । পন্ডিত আত্রেয় যথারীতি নির্দিষ্ট কক্ষে বসে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন । ছাত্ররা মনযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শুনছে । জীবক ধীর পদক্ষেপে আচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হলেন । হঠাৎ সামনে এক তরুণ যুবককে দেখে আত্রেয় কিছুক্ষণের জন্য নীরব হলেন । সমস্ত ছাত্রদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হল জীবকের ওপর । আত্রেয় চোখের ইশারায় তরুণকে কাছে ডাকলেন । আত্রেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে জীবক তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন । তারপর তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে করজোড়ে বললেন--'গুরুদেব, আপনার ছাত্র হবার বাসনা নিয়ে বহুদূর থেকে আসছি । করুণা করে আমাকে একটা সুযোগ দিন ।'

আত্রেয় মৃদু হেসে প্রত্যুত্তর করলেন-'আমার ছাত্র হতে হলে উপযুক্ত দক্ষিণা লাগ। তুমি তা দিতে পারবে ত ?'

এতটুকু বিচলিত না হয়ে জীবক উত্তর দিলেন--'গুরু-দক্ষিণা না দিলে যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, সে কথা আমার অজানা নেই। দক্ষিণা নিশ্চয় দেব।'

বিস্ময়ের সুরে আত্রেয় বললেন-- ভাল কথা, দেখি কি এনেছ ?'

জীবক তখন আত্রেয়ের চরণে মাথা রেখে বললেন--'আপনার সেবায় আজ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলাম। এই পরম আনুগত্যই আমার দক্ষিণা। আজ থেকে আমার বলতে আর কিছু রইল না। সকল অস্তিত্বকে আপনার চরণে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে পরিচালিত করুন।'

আচার্য সস্নেহে জীবককে আলিঙ্গন করে বললেন --'তুমি ধন্য। তোমার দক্ষিণা স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে অনেক বেশি।'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জীবক কোন যুগের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন ?
   ক. বৌদ্ধযুগ খ. মৌর্যযুগ
   গ. মোগলযুগ
2. 'কাশ্য সংহিতা' গ্রন্থটিতে কোন বিষয়ের চর্চা আছে ?
   ক. জ্যোতিষশাস্ত্র খ. আয়ুর্বেদশাস্ত্র
   গ. নীতিশাস্ত্র
3. জীবক শিক্ষালাভের জন্য বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেলেন ?

এরপর দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেছে। জীবক তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। কেবল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই নয়, অস্ত্রোপচারেও তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর এই দক্ষতা লক্ষ্য করে গুরু আত্রেয় মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কোন জটিল ব্যাধির সন্ধান পেলেই তিনি জীবককে পাঠিয়ে তাঁর বুদ্ধি পরীক্ষা করেন। প্রতি ক্ষেত্রেই জীবক তাঁর সুদক্ষতার পরিচয় দিয়ে আত্রেয়কে বিমুগ্ধ করেন। শেষে যত দুরারোগ্য ব্যাধিই হোক না কেন, আচার্য আত্রেয় জীবকের ওপর চিকিৎসার ভার সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন।

কিছুকাল এইভাবে কাটল। ততদিনে জীবকের চিকিৎসা খ্যাতি চারদিকে রাষ্ট্র হতে শুরু করেছে। একদিন আচার্য ভাবলেন, জীবকের কোন পরীক্ষাই আর বাকি নেই, কেবল একটি ছাড়া। ভেষজের গুণাগুণ সম্পর্কে জীবকের কতদূর জ্ঞান, একবার পরীক্ষা করা দরকার। এই কথা চিন্তা করে আত্রেয় একদিন জীবককে ডেকে বললেন--'তোমাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই। তুমি ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারবে না। যা চিকিৎসার কোন কাজে লাগে না, এমন কতকগুলি লতা-পাতা আমার বিশেষ প্রয়োজন। তুমি তক্ষশিলার আশে-পাশে বন-জঙ্গলে ঘুরে দেখ, ঐ লতাপাতা